স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 5th June. 1963 { ৩য় সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seeur

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

চমৎকার কারুকার্য ও বিপুলতা আধার।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA D. PUBS

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

অত্যধিক ভিটামিন খাওয়ার কুফল

—০—

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কারণ অর্থ উপার্জ্জনের বহুবিধ পন্থা আজ মানুষের সম্মুখে উন্মুক্ত, তাই পরিশ্রমও করিতে হয় অনেক বেশী। সুতরাং স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে এবং তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য নানারকম ঔষধও ব্যবহার করা হয় অধিক পরিমাণে। অথচ চিকিৎসকদের অভিমত হইতেছে যে কোন ঔষধই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা যেন নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় খাওয়া হয়। যদিও সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে ঔষধপত্র বেশী খাইলে শরীরটা বোধ হয় বেশী ভাল থাকে। ইদানীং কিন্তু প্রমাণ হইয়াছে বেশী ঔষধ খাইলে বিশেষতঃ প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলি অধিক খাইলে ভালো হওয়া দূরে থাকুক শরীরের অপকারই হয় বেশী। অনেকের বিশ্বাস শিশুদের যদি খুব ভিটামিন খাওয়ানো যায় তাহা হইলে তাহাদের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি লাভ হইবে। ইহার জন্য অনেকেই শিশুদের গাজর বা ভিটামিনযুক্ত শাক খুব খাওয়ান। কিন্তু চিকিৎসকদের অভিমত—ছয় মাসের শিশুর পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তাহার ছয়গুণ অধিক ভিটামিন 'এ' থাকে একশত গ্রাম গাজরে। ইহা ছাড়া শিশুদের অন্যান্য যাহা কিছু খাওয়ানো হয় যেমন টম্যাটো, কডলিভার ও বাদাম তেল, সরওয়ালা দুধ ও ডিমে ক্যারোটিন নামক একরকম হলুদ রং থাকে যাহা শিশুদের হাড় গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ দেহের মধ্যে গিয়া উহা ভিটামিন 'এ'তে পরিণত হয় কিন্তু মায়েরা এগুলি খাওয়ানো ছাড়াও ঔষধ হিসাবে শিশি ভর্ত্তি ভিটামিন 'এ' কিনিয়া শিশুদের খাওয়াইয়া থাকেন। ফলে শিশুদের শরীরে ভিটামিন 'এ' বাড়িয়া যায় এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শিশু স্পর্শকাতর হইয়া উঠে এবং গায়ে চুলকানি বাহির হইতে থাকে। ইহা ব্যতীত তাহাদের হাঁটিতে শিখিতে খুব কষ্ট হয়। কারণ অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' খাইয়া তাহাদের পায়ের হাড় ও কার্টিলেজের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা এই ব্যাপারটি ধরিতে পারিলেই যে সব খাবারে ভিটামিন 'এ' আছে তাহা খাওয়ানো বন্ধ করিয়া দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর পায়ের ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ দূর হয়। অনেক সময় রোগ নির্দ্ধারণ করিতে দেরী হইলে শিশু মাথায় বাড়ে না এবং একটি পা অন্য পা হইতে অধিক বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে পিতামাতারা এই ভুল যাহাতে না করেন তাহার জন্য বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, অতিরিক্ত ভিটামিন জাতীয় ঔষধ খাওয়ানো মারাত্মক ক্ষতিকর।

অতিরিক্ত ভিটামিন মানব দেহে অনেক সময় যে বিষক্রিয়াও সৃষ্টি করিতে পারে তাহারই এক চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন গবেষণারত বিজ্ঞানীরা। একটি তরুণের চিকিৎসা করিতে গিয়া ব্যাপারটী ধরা পড়ে। তরুণটি নিদারুণ মাথাব্যথায় ভুগিতেছিল এবং তাহার চুলও ক্রমান্বয়ে উঠিয়া যাইতে থাকে। প্রথমদিকে চিকিৎসকেরা স্থির করেন তাহার মাথায় বুঝি টিউমার হইয়াছে এবং সেইমতই চিকিৎসা চলিতে থাকে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন সেই রোগীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। কয়েকদিন পরে তাহার মাথা ধরা ক্রমে কমিয়া আসে এবং তিন সপ্তাহ বাদে মাথাধরা একদম সারিয়া যায় এবং নূতন চুল গজাইতে সুরু করে। চিকিৎসকেরা ইহাতে বিস্ময়ে হতবাক। পরে অবশ্য ধরা পড়িল রোগের রহস্য। রোগী বেশ সুস্থ হইয়া উঠিবার পর একদিন সে কর্ত্তব্যরত নার্সকে তাহার ভিটামিন 'এ'র শিশিটি দিতে বলিল এবং তাহার পর হইতেই প্রত্যহ সকালে একটি করিয়া ভিটামিন 'এ' ট্যাবলেট খাইতে শুরু করিয়া দেয়, ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব্বেকার রোগ আবার দেখা দেয়। তখন চিকিৎসকেরা অনুধাবন করেন যে, রোগটি হইতেছে ভিটামিনের বিশেষ প্রতিক্রিয়ার ফল। তরুণটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যায় যে সে ব্রণ সারাইবার জন্য ছয় মাস ধরিয়া নিয়মিত ভিটামিন 'এ' খাইতেছিল।

টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ

আগামী ১৭ই জুন হইতে ১৩ই জুলাই, ১৯৬৩ পর্য্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমার (বস্ত্র ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদের) টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ হইবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ২০ টাকার ও ফেরিওয়ালাদের ৫ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ও লাইসেন্স দাখিল করিতে হইবে। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্সও দাখিল করিতে হইবে। ডাকযোগে প্রেরিত দরখাস্ত গৃহীত হইবে না। দরখাস্ত করম বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয় মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিসে জানা যাইবে।

রঘুনাথগঞ্জ থানা—স্থান কন্‌ট্রোলার অফিস, জঙ্গিপুর। ১৭ই জুন হইতে ২২শে জুন পর্য্যন্ত।

সাগরদীঘি থানা—স্থান সাগরদীঘি হাই স্কুল ২৪শে জুন।

সুতী, সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা থানা—স্থান ধুলিয়ান এস, আই, অফিস ২৬শে জুন হইতে ৬ই জুলাই পর্য্যন্ত।

* নির্দ্ধারিত তারিখে যাঁহারা দরখাস্ত দাখিল করিতে অপারগ হইবেন তাঁহাদের দরখাস্ত আগামী ৮ই জুলাই হইতে ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিসে গৃহীত হইবে।

রেশনে চিনি

গত ৪ঠা জুন মঙ্গলবার হইতে জঙ্গিপুর মহকুমার সহর ও পল্লীগ্রামে চিনির রেশন চালু হইল। সমস্ত রেশন দোকানের মাধ্যমে সপ্তাহে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেককে ২৫০ গ্রাম হিসাবে চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল্য প্রতি কে. জি. ১·২০ নঃ পঃ।

চীনের সমরায়োজন

উত্তর সীমান্তে চীনারা নব পর্য্যায়ের আক্রমণের জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে তাহা উদ্বেগজনক। যুদ্ধ বিরতির এই কয় মাস তাহারা নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে নাই, প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হইয়াছে। শান্তি প্রস্তাব ও কুটনৈতিক খেলার আড়ালে তাহারা স্তূপীকৃত করিয়াছে উন্নত ধরণের সমর-উপকরণ, সেই সঙ্গে গড়িয়া তুলিয়াছে নূতন নূতন সামরিক ঘাঁটি ও সরবরাহ লাইন। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, নেফা ও উত্তর প্রদেশের উত্তরস্থ অঞ্চলে চীনারা ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ভারত নেপাল, সিকিম ও বার্ম্মার বহু স্থানে ঘটিতেছে তাহাদের অনুপ্রবেশ। মাত্র কয়েকদিন আগেই টিহরী গাড়োয়ালের আকাশে চীনা পর্য্যবেক্ষক বিমান উড়িতে দেখা গিয়াছিল। লংজুর কয়েক মাইলের মধ্যে চীনা সেনার আনাগোনাও কম তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়।

গতবারকার আক্রমণে চীনারা চমকপ্রদ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। এই সাফল্য অনায়াসে করায়ত্ত করার পর, এমন কি তেজপুরের দ্বারদেশে পৌছিয়াও তাহারা স্বেচ্ছায় পিছনে হটিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য এই পশ্চাদপসরণ তাহারা শান্তিকামী হইয়া করে নাই, করিয়াছে নিজেদেরই সামরিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। আমেরিকা ও বৃটেন সেদিনকার সঙ্কটে যে তড়িৎ গতিতে ভারতকে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করে, তাহা মাও-সে-তুঙকে শঙ্কিত করিয়া তোলে। চীনা বাহিনীর নিজেদের সরবরাহ লাইন ক্রমে হইয়া পড়ে দীর্ঘ ও বহু বিস্তৃত। এই লাইন পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সেদিন চীনাদের কাছে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সর্ব্বোপরি হিমালয়ের আসন্ন শীত ঋতুর বিপদ চীনাদের সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। এবার নব অভিযানের প্রাক্কালে চীনারা গতবারের ঐ অসুবিধাগুলির কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিয়াছে। যদি ভাংতের বুকে নূতন আঘাত হানিতে হয়, তবে আগামী কয়েকটা মাসই চীনাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়।

ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইতেছে

মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার ভূবাসন আধিকারিক শ্রীসমর গুপ্ত মহাশয় জানাইয়াছেন—

রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ইতিমধ্যেই যাঁহারা রাজ্য সরকারের জমিদারী গ্রহণ জন্য ২৫০৲ টাকার বেশী ক্ষতিপূরণ পাইবেন না সেইরূপ ছোট ছোট মধ্যস্বত্ব ভোগীদিগকে তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। যাঁহারা ২৫০৲ টাকার বেশী ক্ষতিপূরণ পাইবেন, তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা জেলা ক্ষতিপূরণ আধিকারিকের কৃত্যক হইতে পূর্ব্ববৎ চালু আছে। ইতিমধ্যে আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার ১৬৩ জনকে ৩২৩২৲ টাকা এবং বীরভূম জেলার ২৬৫ জনকে ১২৪৩৮৲ টাকা দিতে পারিয়াছি। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পাইলে অত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বিষয়টি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার আবশ্যক, বিধায় আপনার সহযোগিতা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, সুতরাং বিষয়টি যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচারিত হয় আপনাদের পত্রিকা মাধ্যমে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই জুন, ১৯৬৩

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

৪ মনি ডিঃ সেবাইত যজ্ঞেশ্বর মিশ্র দেং রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দাবি ১০২৬৬১ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে ইচলিপাড়া ২-৩৪ শতকের কাত ১৬২'৪৭ নঃ পঃ তন্মধ্যে দেন্দারের ৪৫ শতক তহবাজার হারাহারি জমা ৩১·৭০ নঃ পঃ আঃ ৫০০৲ খং ২৯৬৫

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই জুন, ১৯৬৩

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

৬১ মনি ডিঃ সুরেশ মণ্ডল দেং শিবা সর্দ্দার দাবি ৬৮ টাকা ১৩ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে বাহাদুরপুর ৫-৪৭ শতকের কাত ৯॥৶১১ আঃ ৫০৲ পূ খং ২০৫ নূ খং ১০৩ রায়ত স্থিতিবান

বিজ্ঞপ্তি

দুইখানি বাস চালাইবার পারমিটের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল তাহাতে বেলডাঙ্গা, আমতলা ও পাটিকাবাড়ি হইয়া বহরমপুর—রাধানগরঘাট রুটের স্থলে বেলডাঙ্গা, আমতা ও পাটিকাবাড়ি হইয়া বহরমপুর—রাধানগরঘাট মুদ্রিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ সমাচারে রাধানগরঘাটের স্থলে ভুলক্রমে রাধারঘাট মুদ্রিত হইয়াছে। বেলডাঙ্গা, আমতলা ও পাটিকাবাড়ি হইয়া বহরমপুর—রাধানগরঘাট রুটের জন্য দরখাস্ত জমা দিবার শেষ তারিখ ১৫ই মার্চ (১৯৬৩) হইতে বর্দ্ধিত করিয়া ১৯৬৩ সালের ১০ই জুন (বিকাল ৫টা পর্যন্ত) করা হইয়াছে। যাঁহারা রুটের নামটি সঠিকভাবে বেলডাঙ্গা, আমতলা ও পাটিকাবাড়ি হইয়া বহরমপুর—রাধানগরঘাট লিখিয়াছেন তাঁহারা নূতন দরখাস্ত করিতেও পারেন বা নাও করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ইতিপূর্বে তাঁহাদের দরখাস্তে রুটের নামটি ভুল লিখিয়াছেন তাঁহাদিগকে নূতন দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী যাঁহারা দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহারা ১০ই জুন পর্যন্ত (বিকাল ৫টার মধ্যে) যে কোনও কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে তাঁহাদের নিজ নিজ দরখাস্ত দেখিতে পারেন। সকল কাজের দিনে আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের অফিস হইতে দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে।

সেক্রেটারী, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার।

অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্ত্তন ও ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার নগর সংকীর্ত্তন (ধুলট) সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবানগোলা বুধুরি পাটের বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীবাসুদেব গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সম্প্রদায় সহ এই উৎসব পরিচালনা করেন। নিমন্ত্রিত ও অতিথি অভ্যাগতগণকে ভোগের প্রসাদ ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করান হয়।

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—***ডাঃ ডি, ডি, হাজরা***

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ